গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিতর্কিত ভিডিও কলের অশ্লীল কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে বিদ্যালয় ক্যাম্পাস। রবিবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীসহ প্রধান শিক্ষকের ভিডিও কলে অশোভন কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তারা ক্ষুব্ধ। তারা বলেন, একজন শিক্ষক যদি এভাবে শিক্ষার্থীর সাথে অশ্লীলতায় জড়ান, তাহলে আমরা কীভাবে নিরাপদে স্কুলে পড়াশোনা করব? স্থায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

অভিভাবকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের পরিবেশ বেশ ভালো ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক এই ঘটনায় তারা চরম আতঙ্কে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। তাদের বক্তব্য—অভিভাবকের পরেই শিক্ষকের স্থান। সেখানে কোনো শিক্ষক যদি নিজের অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা আর কোথায়?

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের এমন ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডে তারা বিব্রত ও ক্ষুব্ধ। শিক্ষকরা বলেন, এ ধরনের অনৈতিক ঘটনার বিচার হওয়া জরুরি, যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং অন্যরা ভবিষ্যতে এমন নিন্দনীয় কাজে জড়ানোর সাহস না পায়।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোখলেসুর রহমান জানান, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই প্রধান শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলমান।

আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত দ্রুতই জানানো হবে।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম বলেন, ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সভাপতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে।

মেহেরপুরে ১ দফা দাবিতে সহকারী শিক্ষকদের মানববন্ধন

১০ম গ্রেড আমাদের দাবি নয় আমাদের অধিকার ১২ তম গ্রেড প্রবাস্তবানা প্রত্যাখ্যান করে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেট বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ মেহেরপুর আয়োজিত আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫ টার দিকে মেহেরপুরের প্রাথমিক টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর সামনে এ অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেট বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ মেহেরপুরের আহ্বায়ক শেখ রাসেল, সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টু ও মোঃ আক্তারুজ্জামান হীরা।

এসময় বক্তারা বলেন, সমযোগ্যতায় বিভিন্ন পদে দশম গ্রেড হলে আমাদের জন্য কেনো নয়?? তাই আমাদের দাবী গুলো মেনে নেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

১.যোগ্যতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে দশম গ্রেড দিতে হবে ২. শতভাগ পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে ৩. টাইম স্কেল পুনর্বহাল করতে হবে
৪. পিটিআই ও ইউ আরসির ইন্সট্রাক্টর সহ বিভিন্ন পদে বিভাগীয় প্রার্থীর সুযোগ দিতে হবে ৫. সময়সূচি ১০ টা থেকে ৩:০০ টা করতে হবে (কোমলমতি শিশুদের কথা বিবেচনা করে) ৬. টিফিন ভাতা (মাসিক

মাত্র ২০০/-) বৃদ্ধি করতে হবে ৭. সরকারের প্রস্তাবিত সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ চাইনা ৮. প্রস্তাবিত ১২ তম গ্রেড ঘৃণা ভরে প্রত্যাক্ষাণ করছি।

এছাড়াও তারা বলেন, ন্যায্যতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিক এর সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের জন্য বৈষম্য বিরোধী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানউপদেষ্টার কাছে আমাদের প্রাণের দাবী বাস্তবায়নের জন্য সদয় অনুগ্রহ কামনা করছি।

এসময় সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: নাজমুল হক লিটন, সহকারী শিক্ষক আহসান হাবীব, সহকারী শিক্ষক আফরোজা আক্তার, সহকারী শিক্ষক সুমাইয়া লাবনী, সহকারী শিক্ষক মীর সাদিক ইসলাম, সহকারী শিক্ষক নাজমুল হক লিটন, সহকারী শিক্ষক আশাদুল, সহকারী শিক্ষক আজাহার, সহকারী শিক্ষক মেহেদী, সহকারী শিক্ষক রুনা লায়লা, সহকারী শিক্ষক মাহাবুব সহকারী শিক্ষক রোকিবুজ্জামান রাজন, সহকারী শিক্ষক শিফলু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।